দর্শনায় ফেনসিডিল সহ জীবননগরের ইকবাল গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযানে ইকবাল হোসেন (৩৮) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকালের দিকে দর্শনা- হিজলগাড়ি সড়কের দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের হল্ট স্টেশন বাজার সংলগ্ন স্থান থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার সদরপাড়ার (পশ্চিমপাড়া) বাবলু রহমান খোকনের ছেলে।
পুলিশ জানায়, আজ শনিবার বেলা পৌনে ১২ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ইন্সপেক্টর (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই শামিম রেজা সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামে।

এসময় গ্রামের দর্শনা-হিজলগাড়ি আঞ্চলিক সড়কের রাজুর হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট হোটেলের সামনের পাকা রাস্তার উপর হতে আমদানী নিষিদ্ধ ভারতীয় ১৫ বোতল ফেনসিডিল সহ ইকবাল হোসেন (৩৮) নামের এক মাদক ব্যবাসায়ীকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিজয় শেখ আবারও আটক

অনেক ধড়পাকড়ের পরও এখনো সক্রিয় রয়েছে অনলাইন জুয়ার এজেন্টরা। নতুন করে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর থেকে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিজয় শেখকে আবারও আটক করার পর থেকে বিষয়টি আবার সােমেন এসেছে।

গতকাল শুক্রবার ভোরের দিকে তাকে অনলাইন জুয়ায় ব্যবহৃত মোবাইল ও

চ্যানেলসহ আটক করে পুলিশ। এর আগে বৃহস্পতিবার রাত ১০ টার সময় থেকে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বড় টিমি তার বাড়িতে অভিযান শুরু করে। আটক বিজয় শেখ শিবপুর গ্রামের মৃত শাহাদুল শেখের ছেলে।

গ্রেফতারকালে আসামীর নিকট হতে স্টেনলি মেইন, ওয়ান এক্স বেট নামক অনলাইন জুয়া চ্যানেল ও এজেন্ট সীমসহ ৩ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে।

১০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংক অনলাইন জুয়াসহ অনলাইনের মাধ্যমে সকল অবৈধ লেনদেন প্রতিরোধে সরকার জিরো টলারেন্সে উল্লেখ করে সকল গণমাধ্যমকে বিবৃতি দিয়েছে। অনলাইন জুয়া নিয়ে পুনরায় মেহেরপুর প্রতিনিদিনের অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়া নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বদরুদ্দোজা রয়েলকে আটক করা হয়েছিলো গত বছরের ২৪ আগষ্ট। রয়েল পুলিশের কাছে বিজয় শেখসহ ১৫ জনের নাম করে একটি স্বীকারোক্তি দিয়েছিলো। সেই স্বীকারোক্তী অনুযায়ী তদন্তে বিজয় শেখের সম্পৃক্ততার সত্যতা মেলে। গত ৭ জুন তাকে প্রথম বার আটক করা হয়। কিছুদিন হাজত বাস করার পরসে পুনরায় অনলাইন জুয়ার কার্ক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। পুলিশের তথ্যমতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় দুই শতাধিক তরুণ যুবক এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত। তারা অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে নিজেরা কোটি পতি হয়েছে। আর অপরদিকে সর্বশান্ত হচ্ছে সাধারণ তরুণ যুবকরা। পুলিশ গত কয়েক মাসে প্রায় অর্ধশত অনলাইন জুয়ার এজেন্ট আটক করেছে।

গোয়েন্দা সংসস্থার মতে, মেহেরপুর জেলাতে কোনোভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছেনা অনলাইন জুয়ার। রাতারাতিই কোটিপতি বনে যাচ্ছেন অনেকে। জুয়াড়িরা বিভিন্ন অ্যাপস ও সাইট ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন গেমিং বেটিং বা বাজি খেলার সাইটে জুয়ায় মেতে উঠেছে। বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেনসি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে

সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে নবাগত ওসি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে দামুড়হুদা মডেল থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আলমগীর কবীরের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত ৮টার দিকে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের আয়োজনে মতবিনিময় সভায় প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মোঃ আলমগীর কবীর।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহসভাপতি হাফিজুর রহমান কাজলের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার পরিদর্শক (অপারেশন) সফিউল আলম, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজিদ হাসান সোহাগ, অর্থ সম্পাদক আহাদ আলী মোল্লা, নির্বাহী সদস্য আব্দুস সালাম, সিনিয়র সাংবাদিক ও প্রেসক্লাব সদস্য তাছির আহমেদ, মোজাম্মেল শিশির, খালেকুজ্জামান, রশেদুল ইসলাম, সালেকিন মিয়া সাগর, এসএম সুজন, রাসেল আহমেদ, রকিবুল হাসান তোতা, মশিউর রহমান তুষার সহ প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ, সাংবাদিক আশাবুল হক, মখলেছুর রহমান প্রমুখ।

মতবিনিময় সভার শুরুতেই দামুড়হুদা মডেল থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর কে প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ফুলেল

শুভেচছা দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

মতবিনিময় সভায় (ওসি) মো আলমগীর কবীর বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সামনে আগিয়ে নিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন সাংবাদিকরা। দামুড়হুদা প্রেসক্লাব একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। আমি এই সংগঠনের সকল সদস্যদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান রাখবো যেন তাদের লেখেনির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। আপনারা সংবাদ পরিবেশের আগে তথ্যের সত্যতা যাচায়-বাছায় করে সংবাদ পরিবেশের করবেন।

তিনি আরও বলেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের লেখেনির মাধ্যমে যেন রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো বহুল প্রচারিত হয়। আপনারা থানা এলাকার যে কোনো ধরণের আপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য পেলেই আমাকে জানাবেন। আমি সেই তথ্যের হাঁড়ির খবর খুঁজে বের করে আপরাধ দমনে আইনগত ব্যবস্থা নেবো।

আলমডাঙ্গার মুন্সীগঞ্জে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ যুবক আটক

আলমডাঙ্গার মুন্সীগঞ্জে ৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশ গড়চাপড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

আটকৃত মাদক ব্যবসায়ী হলেন- জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে দুদু (১৯)।

পুলিশ জানায়, উপজলার জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া গ্রামের দুদু নামের এক যুবক দীর্ঘদিন মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রি করছে। এমন গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশের আইসি উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইউসুফ সঙ্গীয় ফোর্স মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় মুন্সিগঞ্জ অঘোরনাথ মোড়ের ওয়াপদা নিকট থেকে গড়চাপড়া গ্রামের দুদুকে আটক করে পুলিশ। তার শরীর তল্লাশী করে ৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করে। শুক্রবার রাতেই তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সংশ্লিষ্ট মামলায় কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠাবে পুলিশ।

দর্শনা সীমান্তে পুলিশ বিজিবি অভিযানে ভারতীয় নাগরিকসহ আটক ২

দর্শনায় পুলিশ, বিজিবি পৃথক মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ভারতীয় নাগরিকসহ আটক করেছে ২ জনকে। আটককৃত ২ জনের মধ্যে দর্শনা জয়নগরের শহিদুল ইসলামের ছেলে সোহেল রানা (২৪)ও ভারতের মালদা,পশ্চিমবঙ্গ জেলার হবিবপুর থানার কোটালপুর গ্রামের নগেন বিশ্বাসের ছেলে নরেশ বিশ্বাস(৪৪) কে আটক করে।

জানাযায় শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহ’র নেতৃত্বে অভিযান চালায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর ঈদগাহপাড়ার লাভলুর বাড়িতে। এ সময় দর্শনা থানার এসআই শামিম রেজা, এএসআই মারুফুল ইসলাম, এএসআই মামুনুর রহমান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে লাভলু হোসেনের ভাড়াটিয়া বাড়ির সোহেল রানার উত্তর দুয়ারী বসত ঘরের মধ্যে থেকে ৫০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। এস আই শামীম রেজা বাদি হয়ে সোহেল রানা বিরুদ্ধে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা জেল হাজতে প্রেরন করেছে। অপরদিকে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি ভারতীয় পাসপোর্ট ধারী যাত্রী কাছ থেকে বাংলাদেশের প্রবেশ করার সময় অবৈধ মাদকদ্রব্য ৫৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, এক বোতল ভারতীয় মদ এবং ভারতীয় প্রসাধনীসহ ভারতের মালদা,পশ্চিমবঙ্গ জেলার হবিবপুর থানার কোটালপুর গ্রামের নগেন বিশ্বাসের ছেলে নরেশ বিশ্বাস(৪৪),কে আটক করে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ৩ টার দিকে ভারতের নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন গেদে

চেকপোস্টের মাধ্যমে দর্শনা জয়নগর চেকপোষ্ট পৌছালে ৬ বিজিবির দর্শনা আইসিপি বিজিবির সদস্যরা তার ব্যাগ তল্লাশি করে। পরে বিজিবির সদস্যরা ব্যাগ তল্লাশি করে ৫৫০পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, এক বোতল ভারতীয় মদ এবং ভারতীয় প্রসাধনীসহ তাকে আটক করে। আটককৃত ভারতীয় নাগরিককে বিজিবি মামলাসহ দর্শনা থানায় হস্তান্তর করে।

আজ দুজনকে মাদকদ্রব্য আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

মেহেরপুরের ১৩ জঙ্গি সদস্য এটিইউ’র হেফাজতে

মেহেরপুর শহরের শিশুবাগান পাড়ার ৩টি পরিবারের শিশু ও নারীসহ ১৩ জনকে জঙ্গি সন্দেহে পুলিশের এনটি টেরিরিজম ইউনিটের (এটিইউ) একটি টিম তুলে নিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তারা সকলেই নিষিদ্ধ সংগঠণ জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সক্রিয় সদস্য ছিলেন বলে জানা গেছে। এ ঘটনার পর থেকে একজন নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তবে ৫ শিশূকে পরিবারের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

গত ২ আগষ্ট দিবাগত রাতে শহরের শিশু বাগানপাড়া এলাকার ইদ্রিস আলী মিস্ত্রির ছেলে স্ট্রিট ফুড বিক্রেতা আনোয়ার হোসেনকে (৩০) তার বাড়ি থেকে আইনশৃংখলা রক্ষাকারীর পরিচয় দিয়ে তুলে নিয়ে যায়।

আনোয়ার হোসেনকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে প্রতিবেশি সেন্টু হোসেন ও পলাশ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় মেহেরপুর সার্কিট হাউসসহ বিভিন্ন স্থানথেকে তাদের আটক করেছে বলে পলাশের পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন।

তারা হলেন- শিশু বাগানপাড়ার কিতাব আলীর ছেলে সেন্টু হোসেন (২৮), তার স্ত্রী দিলরুবা খাতুন (২৫), ছেলে লাসিন ও হুজাইফা, একই পাড়ার রিকসা চালক পলাশ (৫৫), তার স্ত্রী ফাতেমা খাতুন (৪৮), মেয়ে ফারহানা, প্রিয়া খাতুন, জামাতা ঝন্টু মিয়া, ছেলে ফরহাদ হোসেন,

ফয়সাল হোসেন, নাতি বুখারি হোসেন, পলাশের আরেক মিনারুল ইসলাম, নাতনি মিতা খাতুন, রিতা খাতুন ও শাহিনুর।

এদিকে, ঘটনার পর থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন একই পাড়ার মাংস বিক্রেতা রফিকুল ইসলামের ছেলে রকিব মোল্লা ওরফে মুজাহিদ (৩০)।

এদের মধ্যে বুখারি, ফয়সাল, মিতা, লাসিন ও হুজাইফা শিশু হওয়ায় গত মঙ্গলবার মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের মাধ্যমে তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে।

তবে, নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাদের এক প্রতিবেশী বলেছেন, আটকরা সকলেই জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পুলিশের কাছে এই তালিকায় ১৮ জনের নাম আছে বলেও জানান তিনি।

আনোয়ার হোসেনের মা আনোয়ারা খাতুন ও পিতা ইদ্রিস আলী মিস্ত্রি বলেন, ছেলেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দুজনের পরনে পুলিশের পোশাক এবং অন্যরা সাদা পোশাকে ছিল।

আনোয়ারের স্ত্রী পলি খাতুন বলেন, তারা বলেছিলেন, দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করে এখনি ছেড়ে দিয়ে যাবেন। সেই যে নিয়ে গেলো তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ পাইনি।

তারা বলেন, আনোয়ারকে নিয়ে যাওয়ার কয়েকবার মেহেরপুর থানা, র্যাব অফিসে গিয়েছি। কোনো খোঁজ পাইনি। সেখানে না পেয়ে তারা জেলার অন্যান্য উপজেলার পুলিশ স্টেশন, র্যাব ও ডিবি অফিসে সন্ধান করেছি। কিন্তু সেসব জায়গায়ও আনোয়ার হোসেনকে পাওয়া যায়নি। থানায় জিডি দিতে গেলেও থানা পুলিশ জিডি নেননি।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি সুত্র থেকে জানা গেছে, আটককৃতরা জঙ্গি সংগঠণ জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সক্রিয় সদস্য। তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ঢাকা থেকে পুলিশের এন্টি টেরোরিজম ইউনিটের একটি গ্রুপ মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সহযোগীতায় তাদের আটক করে ঢাকায় নিয়ে গেছে। আটককৃত ৬ শিশুর মধ্যে ৫ জন শিশুকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের মাধ্যমে তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিকট ফেরৎ দিয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সেন্টু হোসেন ও আনোয়ারের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, পরিবারের সবাই বারান্দায় বসে আছেন। তাদের সান্ত্বনা দিতে পড়শীদের কয়েকজনও সেখানে আছেন। এছাড়া পলাশ ও রাকিব মোল্লার

বাড়িতে গিয়ে তাদের বাড়িতে তালা মারা দেখা গেছে। পলাশের ফেরৎ দেওয়া ছেলে ফয়সাল ও ফরহাদের ছেলে বুখারীকে পাওয়া যায়নি। তারা তাদের কোন আত্মীয়র বাড়িতে গেছে তাও বলতে পারেনি প্রতিবেশীরা।

সেন্টু হোসেনের দুই ছেলে লাসিন ও হুজাইফাকে ফেরৎ পেয়েছেন তার দাদী আদরী খাতুন। এর মধ্যে হুজাইফার একটি পা ভেঙ্গে গেছে। সেন্টুর মা আদুরী খাতুন বলেন এই দুটি দুধের শিশু নিয়ে আমি এখন কি করবো। কুল কিনারা পাচ্ছিনা।
বোন পাপিয়া খাতুন বলেন, আমার ভাইকে ধরে নিয়ে কোথায় রেখেছে সেটা তো আমরা জানার অধিকার রাখি। তারা অন্যায় করলে সাজা হোক। কিন্তু আমাদের পরিবারকে খোঁজ দিক।

আনোয়ার হোসেনের মা আনোয়ারা খাতুন জানান, রাত ১টার পরপরই দুজন পুলিশের পোশাক পরে, চারজন সাদা পোশাকে প্রাচীর টপকে বাড়িতে প্রবেশ করে। আইনের লোক পরিচয়ে ছেলেকে তুলে নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলে। সকালে থানায়, ডিবি কার্যালয়, র্যাব ক্যাম্পে গেলে কেউ স্বীকার করেনি ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার কথা। আনোয়ারের স্ত্রী পলি খাতুন বলেন, ‘স্বামীর সন্ধানে অনেক জায়গায় গিয়েছি কোথাও সন্ধান মিলল না। আমার স্বামী নিরপরাধ। তাকে কেন রাতের আঁধারে তুলে নেওয়া হলো তা বুঝতে পারছি না।’

প্রতিবেশী জাহিদ হোসেন বলেন, আনোয়ার ফুট পথে ব্যবসা করতো। তবে, নিয়মিত মসজিদে আসার আহ্বান জানাতেন। ধারণা করা হচ্ছে, জঙ্গি সম্পৃক্ততার সন্দেহে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন তাকে তুলে নিয়ে গেছে। তবে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উচিত বিষয়টি পরিবারটিকে জানানো। যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তুলে না নিয়ে থাকে তাহলে তাদেরই উচিত আনোয়ারকে খুঁজে বের করা।

মেহেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মেহেরপুরের পুলিশের কাছে এ বিষয়ে কোন তথ্য নেই। অন্য কোনো সংস্থা তাদের আটক করেছে কিনা তাও জানা নেই।

আলমডাঙ্গায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ যুবক গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা পৌরশহরের রেল স্টেশনের নিকট থেকে ৬০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট দুইজন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটকৃতরা হলেন, পৌর এলাকার বাবুপাড়ার মৃত আকমল হোসেনের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (২৩), স্টেশন পাড়ার রেজাউল ইসলামের ছেলে রুবেল হোসেন (২৭)। আটকৃতদের আজ শুক্রবার কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার পৌর এলাকার রেল স্টেশন নিকট দুজন যুবক মাদক ব্যবসার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে থানাপুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় সাদ্দাম ও রুবেল নামের দু’যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাদের শরীর তল্লাশী করে পুলিশ ৬০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার দুটি চালের দোকানে ভ্রাম্যমান আদালতের জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালত দুটি চালের দোকানে অভিযান চালিয়ে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। চালের বস্তায় পাটজাত মোড়ক বস্তা ব্যবহার না করার পরিবর্তে প্লাস্টিক ব্যবহার করার দায়ে ওই দুই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

জানা গেছে,পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক আইন থাকলেও

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তা করা হয়না, এমন অভিযোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা বাজারের দুই চাল ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়। আলিফ উদ্দিন মোড়ের মেসার্স জিকে ট্রেডার্সের মালিক বাবুকে চালের বস্তায় পাটজাত দ্রব্যে ব্যবহার না করায় ৪ হাজার টাকা ও চাল বাজারের মেসার্স আজিবার রহমান ট্রেডূাসের মালিক আশরাফুল হক মুক্তারকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় সকল দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের পণ্যে বাধ্যতামূলক পাটের মোড়ক(বস্তা) ব্যবহারে সতর্ক করা হয়।

অভিযানকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা পাট অধিদপ্তরের পরির্দশক আসাদুজ্জামান ও আলমডাঙ্গা থানার এসআই তরিকুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে কুরিয়ার সার্ভিস থেকে নকল বিড়ি উদ্ধার

মেহেরপুরে একটি অভিযানে নকল ব্যান্ডরোল যুক্ত তিন লক্ষ একাশি হাজার সাতশো শলাকা বিড়ি উদ্ধার করেছে র্যাব।

আজ বৃহস্পতিবার ১০ আগষ্ট বিকালে র্যাব-১২ এর সহকারী পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান এর নেতৃত্বে এক অভিযানে মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ডের নিকট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পাড়ায় এস এ কুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন ব্যান্ডের নকল বিড়ি উদ্ধার করা হয়।

সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির বিড়ির প্যাকেটে নকল ব্যান্ডরোল যুক্ত করে সার্ভিসে মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর জন্য বুকিং দেওয়া হচ্ছে, গোপন সূত্রে এমন খবর পেয়ে র্যাব-১২ সদস্যরা সেখানে অভিযান চালিয়ে এক লক্ষ সাতাশ হাজার

দুইশো শলাকা নকল আজিজ বিড়ি, এক লক্ষব পচিশ হাজার শলাকা কারিগর বিড়ি এবং চল্লিশ হাজার পাচশ শলাকা মিঠি নকর বিড়ি উদ্ধার ও জব্দ করে র্যাব।

র্যাবের সুত্র জানায় জব্দকৃত সকল বিড়ি নকল ব্যান্ডরোল যুক্ত।

গাংনীতে নাশকতার মামলায় ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর গ্রেফতার

নাশকতা ও বিস্ফোরক আইনে পুলিশের দায়ের করা মামলায় গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর জয়নাল আবেদীন (৫৫) কে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত জয়নাল আবেদীন গাংনী উপজেলার শালদহ নওদাপাড়া এলাকার শরিয়তুল্লাহর ছেলে। সে রাইপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর।

তার নামে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন ও বিস্ফোরক আইনে মামলা নং ৪৩, তারিখ ৩০/০৬/২৩ ইং রয়েছে।

গাংনীর এলাঙ্গী ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) সুফল কুমারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম আজ বৃহস্পতিবার (১০ আগষ্ট) সন্ধ্যার দিকে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে জামায়াত নেতা জয়নাল আবেদীনকে গ্রেফতার করে গাংনী থানায় নেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গ্রেফতারকৃত জামায়াত নেতাকে আগামীকাল শুক্রবার (১১ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।